পরম করুণাময় আল্লাহ নামে আরম্ভ করছি

# জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ নির্বাচনী ইশতেহার

## বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

### ভূমিকা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতীক। জন্মলগ্ন থেকেই মাতৃভাষার মর্যাদা, গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক শাসন ও শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিটি সংগ্রামে এই দল পালন করেছে পথিকৃৎ ও নেতৃত্বের ভূমিকা।

বিংশ শতাব্দিতে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে ১৯৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও স্বাধীন পরিচয়ে বাঙালি জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনন্য ঐতিহাসিক অবদান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তার জীবনের ব্রত। এই লক্ষ্যে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাত্তর পুনর্গঠনের পালা। ধ্বংসস্তুপের ওপর নতুন জীবন গড়ে তোলার এই সংগ্রামেও বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে সমগ্র জাতি হয় ঐক্যবদ্ধ। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে অত্যন্ত অল্প সময়ে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষত মুছে ফেলে বাংলাদেশ উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথে দেশ এগিয়ে চলতে শুরু করেছে, ঠিক তখুনি স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মরণ আঘাত হানে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতের অন্ধকারে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়। দেশের বুকে নেমে আসে ঘোর অমানিশা। মানবেতিহাসে যুক্ত হয় এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। দীর্ঘ ২১টি বছর জাতির বুকে চেপে বসে সামরিক-অসামরিক নানা পোশাকের হিংস্র স্বৈরশাসন। যুগ-যুগের নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার শিকার সাধারণ মানুষ তাদের ভোট ও ভাতের অধিকার হারায়। অর্ধ-শতাব্দির এক গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাসের অধিকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গড়ে তোলে নতুন সংগ্রাম। দীর্ঘ এই সংগ্রামের পথ বেয়েই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশবাসীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অগণিত শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ন্যায়সঙ্গত দাবি। জনগণ ফিরে পায় তাদের ভোটের অধিকার।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে দেশবাসীর রায় নিয়ে আওয়ামী লীগ দেশসেবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত পাঁচটি বছর রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থাপন করেছে অভূতপূর্ব সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐকমত্যের সরকার গঠন করেন। শুরু হয় অর্থনৈতিক মুক্তির ও দেশ গড়ার 'নবতর সংগ্রাম'। একটি আধুনিক যুগোপযোগী ও পরিকল্পিত উন্নয়ন-কৌশলের ভিত্তিতে সরকারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে প্রণীত ২১-দফা কর্মসূচি সংবলিত নির্বাচনী ইশতেহার সামনে রেখেই বিগত পাঁচটি বছর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। এই স্বল্প সময় পরিসরে অতীতের জমে ওঠা সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলেও, আওয়ামী লীগ একে একে তার প্রায় সকল নির্বাচনী কর্মসূচি ও অঙ্গিকার পূরণ করেছে। এ দেশে অতীতে আর কোন রাজনৈতিক দল এ ভাবে তার নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করেনি।

দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে ইতিমধ্যে একবিংশ শতাব্দির উপযোগী একটি অগ্রসরমান ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভিত্তি রচনা হয়েছে। দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত হয়েছে গভীর আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় গৌরববোধ। অমাবস্যার অন্ধকার ঘুচিয়ে শুরু হয়েছে আলোর অভিমুখে যাত্রা।

# আওয়ামী লীগ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে

## রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত সাফল্য

**ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ** ১৯৯৬-এর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ে জনগণ নির্ভয়ে ও অবাধে তাদের পছন্দমতো প্রার্থীর পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে।

**রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ** বিএনপি-র মতো কোনো বিতর্কিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি না করে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছে। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই দৃষ্টান্ত স্থাপনকে দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী অভিনন্দিত করেছে।

**সংসদীয় কার্যক্রম ঃ** গণতন্ত্র লাভ করেছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। নিশ্চিত করা হয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর বদলে সংসদ সদস্যদের চেয়ারম্যান করা এবং সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সর্বোপরি, দেশের ইতিহাসে এই প্রথম ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সাফল্যের সঙ্গে তার মেয়াদ পূর্ণ করেছে।

**আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল আওয়ামী লীগের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। ক্ষমতাসীন হবার অল্পদিনের মধ্যেই কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে আওয়ামী লীগ জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করে। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেল হত্যা বিচারের বাধা অপসারিত হয়। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে; ঐ রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জেল হত্যাসহ অন্যান্য হত্যার বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

**বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ** আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। এই প্রথম কার্যকর করা হয়েছে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ। বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বাধীনভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করাসহ সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার লক্ষে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। বিচার ত্বরান্বিত ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠন করেছে আইন সংস্কার কমিশন। আইনের যুগোপযোগী সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করেছে। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ে একটি ড্রাফটিং উইং প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও গঠন করা হয়েছে জুডিশিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। হাইকোর্ট ভবনের সম্প্রসারণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে পৃথকভাবে ৪০টি এজলাসে একই সময়ে মামলার বিচারকার্য চলতে পারে।

**স্থানীয় সরকার ঃ** ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, জনগণের ক্ষমতায়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম পরিষদ, উপজেলা ও জেলা পরিষদ আইন সংসদে পাশ করা হয়েছে।

**সংবাদপত্র ও বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ** বাক-ব্যক্তি ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমসমূহ ভোগ করছে পূর্ণ স্বাধীনতা। নিশ্চিত করা হয়েছে অবাধ তথ-প্রবাহ। সংবাদপত্রে সরকারি মালিকানা লোপ করা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানায় একাধিক টেরিস্টিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল চালু এবং বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ণ করা হয়েছে।

**প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ** দলীয় প্রভাবমুক্ত একটি সৎ, দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও ন্যায়পরায়ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে প্রশাসন সংস্কার কমিশন। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রণীত কমিশনের প্রণীত কমিশনের অনেক সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়েছে। বিএনপি আমলের ভেঙে পড়া প্রশাসনের মর্যাদা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণে আওয়ামী লীগ তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক 'বেতন কমিশন' গঠন ও তার সুপারিশ বাস্তবায়িত করেছে, তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে

দীর্ঘদিনের জটিলতার নিরসন করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রশাসনের উর্ধ্বতন যোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদেরও যথাযোগ্য পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

**খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন ঃ** শেখ হাসিনার সরকারের আমলেই দেশ সর্বপ্রথম খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের দুই বছর আগেই খাদ্যে বিএনপি আমলের ৪০ লক্ষ টন ঘাটতি পূরণ করে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং ২ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টনের রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন আওয়ামী লীগ সরকারের একটি যুগান্তকারী সাফল্য। ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশবাসীর জন্য গড়ে তুলেছে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এটা সম্ভব হয়েছে কৃষক ভাইদের প্রতি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শত শত কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান, হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা দান, বাধা দরে সময়মতো সার সরবরাহ নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ, সেচ ও কৃষি সরঞ্জামসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর ও শুল্ক হারহ্রাস, সর্বোপরি, কৃষিপণ্যের লাভজনক দামের নিশ্চয়তা বিধানের ফলে কৃষক ও কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং তার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে সুসমন্বিত কৃষিনীতি, বীজনীতি ও ফসলনীতি। পক্ষান্তরে বিএনপি সরকারের আমলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার নেমে গিয়েছিল শূন্যের কোঠায়। ন্যায্যমূল্যে সারের দাবি জানাতে গিয়ে বিএনপি সরকারের পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ১৮ জন নিরীহ কৃষককে। কৃষকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার শ্যামল প্রান্তর।

**গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি ঃ** অতীতের সরকারগুলো, বিশেষত বিএনপি ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সমাধানে কেবল ব্যর্থই হয়নি, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যার প্রশ্নটি উত্থাপন করতেই ভুলে গিয়েছিল। অথচ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাত্র ৬ মাসের মধ্যে, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে গঙ্গানদীর পানি বণ্টনে ত্রিশ বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ফলে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোতে লবণাক্ততা দূর হয়েছে এবং জি-কে প্রজেক্টভুক্ত এলাকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া সেচ প্রকল্পগুলো পর্যাপ্ত পানি পেয়ে শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পানিনীতি।

**পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন আওয়ামী লীগ সরকারের এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এর ফলে দেশের এক-দশমাংশ জুড়ে দীর্ঘ দুই দশকের যুদ্ধাবস্থার অবসান ও ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বন্ধ হয়েছে, সংরক্ষিত হয়েছে পাহাড়ি ও বাঙালিদের ন্যায্য স্বার্থ। উপজাতীয় বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগত সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সারা বিশ্বে স্থাপন করেছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

**অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল ঃ** অর্পিত সম্পত্তি আইন (শত্রু সম্পত্তি) বাতিল করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানি শাসকদের প্রবর্তিত দেশবাসীকে বিভক্তকারী মানবাধিকারবিরোধী এই বৈষম্যমূলক আইন রহিত করে আওয়ামী লীগ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে।

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঃ** মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল বলেই ভাষা শহীদের আত্মদানে ভাস্বর মহান একুশে ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন থেকে বাংলাদেশের পাশাপাশি সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবস পালিত হবে। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই গৌরব অর্জনে পালন করেছে নিয়ামক ভূমিকা।

**শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ** ১৯৯৭ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৮ সালের শতাব্দির প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১১টি জেলায় ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য দেশবাসী ও বিশ্ব-সম্প্রদায়ের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯৯৮ সালে দেশের ৫৩টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিধ্বংসী বন্যায় দু কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে বলে বিরোধী দল যে প্রচার করেছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। একজন মানুষও খাদ্যের অভাবে মারা যায়নি। এত বড়ো প্রলয়ঙ্করী বন্যার পরও খাদ্যশস্যের বাম্পার ফলন ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জনের মতো ঘটনার ভেতর দিয়ে বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যই প্রমাণিত হয়।

**নারীর ক্ষমতায়ন ঃ** নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে আওয়ামী লীগের সাফল্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে। নারীর ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয় সুনির্দিষ্ট

কর্মপরিকল্পনা। এই প্রথম ব্যক্তির পরিচয়ের ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নামের উলে-খ থাকাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রায় ৪৫ হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন। সরকারি উচ্চপদে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগ্য মহিলাদের পদোন্নতি ও নিয়োগ দান করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি, সচিব, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের উচ্চপদে মহিলারা নিয়োগ লাভ করেন। এছাড়া সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে মেয়েদের নিয়োগ, নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বয়োবৃদ্ধ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু' লক্ষ মহিলাকে মাসিক ভাতা প্রদান, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে কঠোরতর আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিশেষ উলে-খযোগ্য পদক্ষেপ। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির সংবিধান সংশোধনী বিল আওয়ামী লীগ উত্থাপন করে। কিন্তু বিরোধীদল- বিএনপির সংসদ বর্জন ও অসহযোগিতার জন্য ঐ বিল পাশ করা সম্ভব হয়নি। বিএনপি মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করেছে।

## আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত সাফল্য

- ব্যাংকিং সেক্টরসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে অতীতের অনিয়ম-অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও লুটপাটের ধারার অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হয়েছে।
- গত ২১ বছরের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনামলে গড়ে সর্বোচ্চ প্রায় ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, যা গড়ে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ।
- মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৮৬ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
- দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার কমেছে। অনুচ্চ দারিদ্র্যসূচক বিএনপি আমলের ৪৭.২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশ। গড় আয়ু ৫৮.৭ থেকে ৬১.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে।
- শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। রফতানি আয় বেড়েছে, বেড়েছে বিনিয়োগ ও শিল্পোৎপাদন। বেশ কয়েকটি নতুন রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা গড়ে উঠেছে, স্থাপিত হয়েছে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৭শ ৭৭টি ছোট-বড় শিল্প-কারখানা। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে অর্জিত হয়েছে বিস্ময়কর সাফল্য। বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম দীর্ঘ সেতু বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে অবহেলিত উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের সম্ভাবনা অবারিত হয়েছে। নির্মিত হয়েছে ধলেশ্বরী ১ ও ২ নম্বর সেতু, পঞ্চগড়ে করতোয়া সেতু ও বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতুসহ অসংখ্য ছোট-বড় সেতু। এছাড়া রূপসা ব্রিজ, পাকশীতে এম. মনসুর আলী সেতু ও ভৈরবের কাছে মেঘনা নদীতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু, কুড়িগ্রামে ধরলা সেতু, বরিশালে দোয়ারিক-শিকারপুর সেতুসহ আরো বড় বড় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। নির্মিত হয়েছে মাঝারি ও ছোট-বড় অসংখ্য সেতু। পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। জাপানি সহায়তায় শুরু হচ্ছে সমীক্ষার কাজ।
- দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের ৫ বছরের শাসনামলে নতুন ১৫,৯২৮ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৩৫,৮০২ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ও ১৯ হাজার পুল ও কালভার্ট এবং ২,৪০১ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বিএনপি আমলের ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ ৩৮০৩ মেগাওয়াট হয়েছে। অতীতের ১৫ শতাংশের জায়গায় এখন ৩০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। আবিস্কৃত হয়েছে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র। গ্যাস উত্তোলন বিএনপি আমলের ৭০ কোটি থেকে বেড়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৩০ কোটি ঘনফুট ছাড়িয়ে গেছে।

- টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ গত প্রায় পাঁচ বছরে এক বিপ-বের সূচনা করেছে। গ্রামাঞ্চলসহ সমগ্র দেশকে আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। সরকারের প্রথম চার বছরেই টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা বিএনপি আমলের প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বিএনপি আমলে দেয়া তাদের এক সংসদ সদস্যের মোবাইল টেলিফোনের একচেটিয়া ব্যবসা বিলোপ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মোবাইল ফোনের দাম এক লাখ টাকা থেকে ৫/৬ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়। এর ফলে মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা বিএনপি আমলের ২১ হাজার থেকে বেড়ে আড়াই লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

- তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। কম্পিউটার আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা ছাড়াও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ঋণ-সুবিধা প্রদানের জন্য শত কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠনসহ সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

- শিক্ষা খাতে আওয়ামী লীগের সাফল্য চমকপ্রদ। একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। শিক্ষাখাতে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ। সাক্ষর লোকের সংখ্যা বিএনপি আমলের ৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দ্বিগুণের বেশি বাড়ানো হয়েছে। দেশে এই প্রথম ১টি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি নতুন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিপুল সংখ্যক নতুন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। উলে-খ্য, আওয়ামী লীগই প্রথম দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে এগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে বিপুল অগ্রগতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেশনজট প্রায় দূর হয়েছে এবং দীর্ঘদিন পর নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দেশে এই প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়েছে। পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ১৮,০০০ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ হাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আগের চেয়ে ৭ হাজার বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুনভাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৬,৫২৬ জন ডাক্তার ও ৪ হাজার নার্স। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কিডনি, ক্যান্সার ও নিওরোলজিরসহ বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট। মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- দারিদ্র্য বিমোচন ও দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে শেখ হাসিনার দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম বয়োজ্যেষ্ঠ সমসংখ্যক (প্রতি ইউনিয়নে ৯০ জন) দুস্থ মহিলা ও পুরুষের জন্য মাসিক 'বয়স্ক ভাতা' এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা, স্কিম চালু করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৭ লাখ অসহায় ও দুস্থ নারী-পুরুষ উপকৃত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছিন্নমূল মানুষদের আবাস ও কর্মসংস্থানের জন্য গৃহীত আশ্রয়ন প্রকল্পের এ যাবৎ ৩৩ হাজার পরিবারের ২ লাখ মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে। 'আদর্শ গ্রামে' পুনর্বাসিত করা হয়েছে ৪৫ হাজার ছিন্নমূল পরিবারকে। এছাড়া বস্তিবাসীদের গ্রামে পুনর্বাসনের জন্য 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি, অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের থাকার জন্য 'শান্তি নিবাস' এবং গৃহায়ণ তহবিল থেকে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দারিদ্র্য নিরসন ও প্রতিটি বাড়িকে স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত করার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। অতীতের কোন সরকার দেশের গরিব-দুখী মানুষের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেননি।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই প্রথম বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, প্রতি বছর ফসল ওঠার আগে এবং প্রতি ঈদ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্য সাহায্য দেয়া হয়েছে।

- শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন কর্তৃক প্রণীত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরির সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য রাখা হয়নি। গার্মেন্টস শিল্পে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে। নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক 'শ্রমনীতি' প্রণয়ন করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার। ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্বভার সংশি-ষ্ট শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের সীমা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তাদের দায়িত্বও।

- মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডা প্রভৃতি ধর্মীয় উপাসনালয়ের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

  এই প্রথম মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে।

- অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে তাদের সন্তানদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ৩০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান, মৃত্যুর পর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকার এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্থাপন ও স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভ নির্মাণসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। মাতৃভাষার পাশাপাশি আন্ত র্জাতিক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০০১-এর মার্চে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বাতিল করা হয়েছে সোয়াশ' বছরের পুরনো কুখ্যাত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের কল্যাণে গঠন করা হয়েছে শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নতুন নতুন স্থাপনা। শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে বইছে স্বাধীনতার সুবাতাস।

- ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক নবযুগের সূচনা করেছে। উপর্যুপরি বিজয়ের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটে টেস্ট মর্যাদা লাভ করেছে। সার্ক ফুটবলে সোনা জয়সহ অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সাধিত হয়েছে আশাপ্রদ অগ্রগতি। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতীতের অব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি দূর করে গণতান্ত্রিক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নতুন পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিকেএসপিকে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

- **আইন-শৃঙ্খলা ঃ** বিরোধী দলের অসহযোগিতা সত্ত্বেও সরকারের সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে সমগ্র দেশের প্রেক্ষাপটে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে গোপন সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থীদের সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ, তাদের আত্মসমর্পণ এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ফলে সে অঞ্চলের জনজীবনে বহুলাংশে স্বস্তি ফিরে এসেছে। গ্রেফতার করা হয়েছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কুখ্যাত চিহ্নিত অপরাধী ও সন্ত্রাসী চক্রের নায়কদের। আওয়ামী লীগই একমাত্র সরকার, যে দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করেছে।

  কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রচলিত আইনের ফাঁক গলিয়ে সন্ত্রাসীরা বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, এমনকি যাদের বিরুদ্ধে বিএনপি আমলে মামলা হয়েছে, তাদেরকে গ্রেফতার করতে গেলে বিএনপিই আবার রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিযোগ এনে সন্ত্রাসীদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। এরপরও সাধারণভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় কয়েকটি শহরে কখনো কখনো কিছুটা সমস্যা থেকে যায়। দেশের পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে আরো আধুনিক এবং দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। পক্ষান্তরে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো আন্দোলনের নামে বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস, জনগণের জীবন ও সম্পদ ধ্বংসের মতো সুপরিকল্পিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। দেশে পঁচাত্তরের ঘটনার পুনরাবৃত্তির হুমকিই কেবল দেয়া হয় না, এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য একাধিকবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কার্যালয়, যশোরে উদীচী, ঢাকার পল্টন, রমনা বটমূল ও বানিয়ারচর গির্জাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে, অনুষ্ঠানস্থল ও প্রকাশ্য জনসমাবেশে বিশেষ মহলের যোগসাজসে অশুভ শক্তিগুলি মারাত্মক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড

সংঘটিত করেছে। বিরোধীদল এসব ঘটনায় সম্পৃক্ত না হয়ে যদি আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করতো তাহলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল আরো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতো।

- আওয়ামী লীগ সরকার একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে দুর্নীতি উচ্ছেদে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অবৈধ পন্থায় জনগণের সম্পদ আত্মসাৎকারী, ঋণখেলাপি, রাজস্ব ফাঁকি দানকারী, হুণ্ডি ব্যবসায়ী, চোরাচালানী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ব্যাংকিং সেক্টরসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। নানা উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রাজস্ব আদায় খাতে স্বচ্ছতা ফিরে আসে অথবা প্রতিষ্ঠিত হয় ও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে সরকারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আনীত মামলার কার্যক্রম আদালতের বারবার দীর্ঘসূত্রিতা ও স্থগিতাদেশের কারণে ঝুলে থাকে। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

- দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত করার ব্যবস্থাসহ সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও বিডিআর সদস্যদের খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী এখন অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী।

- দেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিগত নির্বাচনে দেয়া আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কেবল সফলই হয়নি, দেশকে বিশ্বসভায় অধিষ্ঠিত করেছে এক গৌরবের আসনে। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন, দেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা, দুইটি দেশের মধ্যে সরাসরি বাস সার্ভিস ও ট্রেন যোগাযোগ চালুসহ অন্যান্য অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে অর্জিত অগ্রগতি আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র নীতিরই সাফল্যের পরিচায়ক। সার্কভুক্ত অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ এবং মায়ানমারের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ বহুমুখী সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ক। ডি-৮, বিমসটেক প্রভৃতি আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ পালন করেছে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রি-দেশীয় বাণিজ্যিক শীর্ষ সম্মেলন, ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন এবং এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান সংসদের প্রথম সম্মেলন। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রস্তাব ও উদ্যোগে আগামী বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) সম্মেলন। এছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য নির্বাচিত হওয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা বাংলাদেশকে নতুন এক মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।। উপরন্তু এটাও উলে-খযোগ্য যে, আওয়ামী লীগের শাসনামলেই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপতির সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সফর এবং সে দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কোনো সরকার প্রধানকে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানানো ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সে দেশ সফর এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ ঘটনা। এছাড়া জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের পারস্পরিক সফর বিনিময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অতীতের আপাত বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে নতুন এক সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও-এর সেরেস পদক লাভ এবং ২০০০ সালের এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি অর্জন সর্বোপরি মেয়াদান্তে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও ইতালিতে অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলনের একটি অধিবেশনে স্বল্পোন্নত বিশ্বের এশীয় অঞ্চলের মুখপাত্র হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রধানের মর্যাদায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বিশ্বসভায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের এক নতুন ইমেজ- আত্মমর্যাদাশীল জাতির অমিত সম্ভাবনাময় নতুন পরিচয়।

কিন্তু সাফল্য ও অগ্রগতির এই পথ নিষ্কণ্টক বা সহজসাধ্য ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণের সরকার দেশসেবার দায়িত্বভার গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই বিএনপি ও '৭১-এর পরাজিত অপশক্তি দেশের নানা জায়গায়

অন্তর্ঘাত ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা শুরু করে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার জন্য সঞ্চালন লাইন উপড়ে ফেলা, গ্যাসের পাইপ লাইনে বোমা পুঁতে রাখা, কক্সবাজারে জলোচ্ছ্বাসে সর্বস্বান্ত মানুষকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ প্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র, রেললাইন উপড়ে ফেলে মানুষ মারার ফাঁদ তৈরি করে। ঘটানো হয়েছে মসজিদের ভেতরে পুলিশ সদস্যকে হত্যা করার বর্বরতম ঘটনা। দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পেছন-দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসা লক্ষ্য থেকেই বিএনপি ও তার সহযোগী সাম্প্রদায়িক শক্তি সুপরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টির এইসব অপচেষ্টা চালায়। ফলে দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এসব অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই আওয়ামী লীগ সরকারকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে হয়েছে। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, মাত্র এই পাঁচ বছর সময় পরিসরে একুশ বছরের পুঞ্জীভূত সকল সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। দেশ ও জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির স্বার্থে আমরা যেসব মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সূচনা করেছি, স্বাভাবিকভাবে সেসবের অনেকগুলোরই কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং কিছু কাজ রয়েছে প্রক্রিয়াধীন। ১৯৯৬-এর মতো জনগণ পুনরায় আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করলে, ইনশাল-াহ্, আমরা আমাদের গৃহীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবো।

## আমাদের অঙ্গীকার ও কর্মসূচি

### ১। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, কার্যকর জাতীয় সংসদ এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে আরো বিকশিত, সুসংহত ও দৃঢ়মূল করবে।

খ) জাতীয় সংসদই হবে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ভোটারদের কাছে জনপ্রতিনিধিদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর ও নিয়ামক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাণবন্ত করা হবে।

গ) সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা হবে।

### ২। সুশাসন ও প্রশাসনিক সংস্কার

ক) আওয়ামী লীগ দেশের সুশসন ও গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। জনগণের কাছে প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতা ও সততার সঙ্গে সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। সর্বোপরি, অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সমভাবে আইনের আশ্রয় ও সুবিচার লাভ করে, তা সুনিশ্চিত করা হবে।

খ) একটি আধুনিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত এবং দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন, যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যথাযথ নীতি ও এতদসম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আরও উন্নত কাজের পরিবেশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সৎভাবে সম্মানজনক জীবনধারণের জন্য মুদ্রাস্ফীতিকে বিবেচনায় রেখে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ সংবিধানসম্মত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারি চাকুরির বয়সসীমা পর্যায়ক্রমে ৬০ বছরে উন্নীত করা হবে।

### ৩। আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি

ক) সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রশ্নে আইন-শৃঙ্ক্ষলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি বিধান অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আইন-শৃঙ্ক্ষলার প্রশ্নটিকে সামগ্রিক জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিচার করে এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি ও নারী নির্যাতনসহ সব

ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হাতে দমন করা হবে। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন ও নাগরিক জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

খ) শান্তিপূর্ণ সমাবেশে নৃশংস বোমা হামলাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। বোমা হামলা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবৈধ অস্ত্রের আমদানি, আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালানি, বেচাকেনা ও ব্যবহার কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

গ) দেশের অভ্যন্তরে উগ্র সাম্প্রদায়িক-ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘ) পুলিশ, বিডিআর ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যান্য বাহিনীর আধুনিকায়ন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণদান এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে তাদের সজ্জিত করা হবে। তাদের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হবে।

ঙ) ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ পন্থায় সম্পদ গড়ে তোলা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করাসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির দায়ে আদালতে অভিযুক্তদের বিচার কাজ ত্বরান্বিত করা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্নীতি নির্মূল এবং প্রতিরোধে আরও কার্যকর সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন 'দুর্নীতি দমন কাউন্সিল' গঠন করা হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের সুপারিশ ও কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে আওয়ামী লীগ যথাযথ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

## ৪। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও সমাজ উন্নয়ন

ক) দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে দারিদ্র্য বিমোচনকে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে গণ্য করে। এক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ সরকার যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তা অব্যাহত থাকবে।

খ) দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষিত, দক্ষ মানব-সম্পদ গড়ে তুলে দেশের শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

গ) সমাজের হত-দরিদ্র নারী-পুরুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রদত্ত 'বয়স্ক ভাতা' এবং বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা 'দুস্থ মহিলা ভাতা' ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

ঘ) দারিদ্র্য নিরসন ও গ্রামীণ-অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচি বাস্ত বায়নের ভেতর দিয়ে প্রতিটি কৃষকের বাড়িকে একটি আদর্শ খামারে পরিণত করা হবে। ফসল উৎপাদন, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, ফলজ বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশসম্মত বসতবাড়ির আঙ্গিনা রচনা, আয়বর্ধনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ এবং আত্মকর্মংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি বৈপ-বিক অবদান রাখবে। একই সঙ্গে এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

ঙ) প্রত্যেক উপজেলায় খোলা হবে কর্মসংস্থান ব্যাংকের শাখা। যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আরো জোরদার ও সম্প্রসারণ করা হবে। উৎসাহিত করা হবে তরুণ উদ্যোক্তাদের। সমবায় ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

চ) শহুরে বস্তিবাসীদের 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি আরও কার্যকর এবং আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। ১৫ হাজার বস্তিবাসীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঢাকার ভাষানটেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পিত বহুতল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসনের এই ধরনের আরও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

ছ) 'আশ্রয়ন' প্রকল্প অব্যাহত থাকবে এবং সম্প্রসারিত করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পিত আরও ৪৮ হাজার ছিন্নমূল পরিবারকে আগামী পাঁচ বছরে 'আদর্শগ্রামে' পুনর্বাসিত করা হবে। নদী ভাঙ্গনে গৃহহীন-ভূমিহীন নিঃস্ব পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গৃহীত ৩১টি জেলায় পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তা সম্প্রসারণ করা হবে।

জ) দারিদ্র্য নিরসন ও ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে আরও সৃজনশীল কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করার কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে।

## ৫। কৃষকের স্বার্থ ও কৃষির আধুনিকায়ন

ক) আওয়ামী লীগ বিগত পাঁচ বছরের শাসনামলে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতাসহ অর্জিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে এবং জনগণের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করাতে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রদত্ত ভর্তুকি, শুল্ক রেয়াত ও পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে। সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, ফসল বহুমুখীকরণ, উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, বীজ গবেষণা ও কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং কৃষিতে যুগোপযোগী টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে সংশে-ষণ এবং কৃষিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে। কৃষকের জন্য কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান এবং তা স্থিতিশীল রাখার গৃহীত নীতিমালা ও কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে। কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং ফসল-বীমা প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

খ) কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যে বিপ-ব সাধিত হয়েছে, কৃষিতে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে।

গ) জমির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল ব্যবহার এবং এক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত জাতীয় 'ভূমিনীতির' আলোকে ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হবে। জমির রেকর্ড সংরক্ষণে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

ঘ) ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

ঙ) মাছ, দুধ, ডিম ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও রপ্তানি করার লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর পালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

চ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত, সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

## ৬। শিল্প ও বাণিজ্য

ক) আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত শিল্পনীতির ভিত্তিতে একটি শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি রচনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। শিল্প স্থাপন এবং দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও পদ্ধতি সরলীকরণ করা হবে।

খ) ২০০৪ সালের পর দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক শিল্পের কোটা সুবিধা প্রত্যাহৃত হলে বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে উপযুক্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প ও বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আইটি শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। স্বল্পতম সময়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ফাইবার অপটিক্স লাইন-এর (মেরিন ক্যাবল লাইন) সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা হবে। সফটওয়্যার রফতানিকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে।

ঘ) কৃষিনির্ভর শিল্প-বিকাশকে উৎসাহিত করা হবে। পঞ্চগড় ও দেশের অন্যান্য সম্ভাবনাময় পার্বত্য এলাকায় আরও চা-বাগান গড়ে তোলা, চায়ের রফতানি ও তার বাজার সম্প্রসারণে গৃহীত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানিকে আরও উৎসাহিত করা হবে।

ঙ) পাটের বিকল্প ব্যবহার, পাটশিল্পকে লাভজনক করা, চামড়া শিল্পের আধুনিকায়ন এবং সিমেন্ট শিল্পসহ নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও রফতানিকে উৎসাহিত করা হবে।

চ) তাঁতশিল্পসহ অন্যান্য চারু, কারু, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মুলধন ও চলতে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র 'তাঁত ব্যাংক' স্থাপন করা হবে। কামার, কুমার, জেলেসহ বিভিন্ন কর্মজীবীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা হবে।

ছ) শিল্পে ব্যক্তি-উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত এবং সহায়তা করার নীতি অব্যাহত থাকবে। সমগ্র দেশের সুষম বিকাশের লক্ষ্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে শিল্প স্থাপনকে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে। প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার অর্থনীতির কাঠামোয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে লাভজনক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

জ) অবাধ বাণিজ্য নীতির পাশাপাশি দেশের আমদানি ও রফতানির অসমতা দূর ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে জোরদার করা হবে।

ঝ) জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার অব্যাহত থাকবে। প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য উচ্চতম হার (৭ থেকে ৮ শতাংশ) অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিমালা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের যে কাজ শুরু হয়েছে তা সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

ঞ) ক্ষুদ্র ও স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের ব্যবসার প্রসারে সহযোগিতা করা হবে

ট) বিদেশে কর্মরত ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রেরিত অর্থের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে।

ঠ) দেশে পর্যটক শিল্পের বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ৭। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক) দারিদ্র্য বিমোচনের মূল হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, মান উন্নয়ন এবং দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার যেসব কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে।

খ) ১৯৯৬-এ ঘোষিত দশ বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই অর্থাৎ ২০০৩ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করা হবে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক ইতোমধ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশনের ভিত্তিতে একটি নতুন বিজ্ঞানসম্মত গণমুখী শিক্ষানীতি আওয়ামী লীগ সরকার জাতিকে উপহার দিয়েছে। এই শিক্ষানীতির আলোকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক বিরাট সামাজিক পুঁজি। একটি আধুনিক, উন্নত ও অগ্রসারমান বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের নীতি অব্যাহত থাকবে।

গ) সকল বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলকে সরকারিকরণসহ দেশের পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা হবে।

ঘ) নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রদত্ত উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে এবং ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়া হবে। এছাড়া দরিদ্র ও দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগকে অবারিত করা হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টিকে জাতীয় কর্তব্য হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ঙ) শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

চ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যেন অহেতুক প্রলম্বিত না হয়, সেজন্য শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে কমে আসা সেশন জট সম্পূর্ণ দূর করা হবে।

ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষভাবে স্কুল পর্যায় থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে গৃহীত উদ্যোগকে আরো ব্যাপক করা হবে। নির্মীয়মাণ ও পরিকল্পিত ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা হবে।

জ) শিক্ষকদের জন্য পৃথক 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠন করাসহ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও তাদের সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও সমপর্যায়ের মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অনুদান একশত ভাগে উন্নীত করা হবে।

ঝ) মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসংরক্ষণ ও প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা হবে। অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে প্রদত্ত শতকরা ৩০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ অব্যাহত থাকবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঞ) বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন গড়ে তোলার পাশাপাশি জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, বিশেষত লোক সংস্কৃতির অমৃত ভাণ্ডারের সংরক্ষণ এবং একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা এবং কারু ও চারুশিল্পসহ সুকুমার শিল্পের বিভিন্ন শাখার উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান অব্যাহত থাকবে। দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যকে পরিপুষ্ট করা হবে।

দেশের সকল অঞ্চলে সংস্কৃতি চর্চার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থাপনা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টকে শক্তিশালী করে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হবে।

ট) সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, কূপমণ্ডূকতা এবং কুসংস্কার প্রতিরোধের পাশাপাশি এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

ঠ) কোরান ও সুন্নাহ্ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

ড) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরবে অভিষিক্ত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও এই দিনটির তাৎপর্য ইত্যাদি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা সম্পর্কে গবেষণা ও চর্চার ওপর আওয়ামী লীগ সরকার যে গুরুত্ব দিয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে গবেষণা ও চর্চার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট'কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## ৮। স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ

ক) সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং বাস্তবায়নাধীন কর্মপরিকল্পনা সম্পন্ন করা হবে।

খ) জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আগামী ২ বছরের মধ্যে অবশিষ্ট ৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আরো ১০ হাজার বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া প্রতি উপজেলায় আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার কাজ সম্পন্ন করা হবে। চিকিৎসার ব্যাপারে বিদেশ-নির্ভরতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে উন্নত ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) উদ্বেগজনক আর্সেনিক সমস্যার সমাধান ও দেশবাসীর বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্পত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে। এইডস, ডেঙ্গু ও অন্যান্য দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ রোধ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থাসহ এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ) দেশজ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) ঔষধ-নীতিকে যুগোপযোগী করা, চিকিৎসা-পদ্ধতির অনুষঙ্গ ঔষধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পাশাপাশি ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ) জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

## ৯। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর অধিকার

ক) রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজের সমান অধিকার, সুযোগ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। জাতীয় উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণে নারী সমাজের বর্ধিত ভূমিকা নিশ্চিত করা হবে। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে জাতিসংঘের ঘোষণা ও বেইজিং বিশ্ব নারী মহাসমাবেশের ঘোষণা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হবে এবং আরও নতুন পরিকল্পনা নেয়া হবে।

খ) জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০টি করা হবে। জাতীয় সংসদের প্রতি ৫টি সাধারণ আসন নিয়ে ১টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে।

গ) নারীর শিক্ষার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করবে। নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘ) কর্মজীবী মহিলাদের জন্য বিভিন্ন জেলা সদরে আরও হোস্টেল নির্মাণ করা হবে।

ঙ) জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ভিত্তিতে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের জন্য শিশুসদন প্রতিষ্ঠা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

## ১০। শ্রমিক ও শ্রমনীতি

ক) শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের দ্রুত শিল্পায়ন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সমঝোতা অপরিহার্য। এই লক্ষ্য অর্জনে ত্রি-পক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার যে 'শ্রমনীতি' প্রণয়ন করেছে, ভবিষ্যতে তার বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনে শ্রমনীতিকে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করা হবে।

খ) শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হবে। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যে কোন শিল্প-বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আইএলও কনভেনশনের বিধান মোতাবেক বিরোধ মীমাংসা পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন অব্যাহত থাকবে এবং দেশে একটি বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

গ) শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিত্তবিনোদন ও কাজের পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। পোশাক শিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পেও শিশুশ্রম রোধে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

## ১১। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা

ক) সংবিধানের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে বিচার বিভাগ যথারীতি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। আগামীতে 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তার অঙ্গীকার পূরণ করবে।

খ) সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত আর্থিক ক্ষমতাসহ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত উদ্যোগ কার্যকর করা হবে।

গ) মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনগত জটিলতা নিরসন এবং ইতিমধ্যে নিম্ন থেকে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত বিচারকের সংখ্যা ও অন্যান্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে, জনগণের প্রয়োজনে তা আরও সম্প্রসারিত করা হবে। আইন সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ) জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে 'মানবাধিকার কমিশন' গঠন এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা হবে।

## ১২। স্থানীয় সরকার ও জনগণের ক্ষমতায়ন

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন ও জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ- এই চার স্তরবিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সর্বাগ্রে জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচনসহ সকল স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ইতিমধ্যে গৃহীত আইন ও স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

খ) তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিটি গ্রামের দরিদ্রতর মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতি ইউনিয়নে সংশি-ষ্ট সরকারি সকল অফিস, শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে সকল স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ গ্রোথ সেন্টার হিসেবে পরিকল্পিত গ্রামীণ জনপদরূপে গড়ে তোলা হবে।

গ) দেশের সকল উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করা হবে এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র ও পূর্ণাঙ্গ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

ঘ) নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে পৌর কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়ানো হবে। স্থানীয় সরকারসমূহের আয় বৃদ্ধি ও অধিকতর অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

## ১৩। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো

ক) সকল ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে প্রতিটি গ্রাম, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ঘিরে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

খ) প্রতিটি ইউনিয়নকে উপজেলার সঙ্গে এবং উপজেলাকে জেলা সদরের সঙ্গে পাকা সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করার অবশিষ্ট কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে।

গ) প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে স্যাটেলাইট ও সেলুলার টেলিফোনের আওতায় এনে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ঘ) বঙ্গবন্ধু সেতুর মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গসহ আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা হবে। কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণসহ সারা দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও তার আধুনিকায়ন করা হবে।

ঙ) ভৈরবের কাছে মেঘনা নদীতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু, পাকশীতে পদ্মানদীতে এম. মনসুর আলী সেতু, খুলনায় রূপসা সেতু, কুড়িগ্রামে ধরলা সেতু, চট্টগ্রামে দ্বিতীয় কর্ণফুলী সেতু/টানেল এবং মাওয়ায় পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত অন্যান্য ছোট-বড় সেতুর নির্মাণে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা হবে।

চ) অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি, নদী বন্দরসমূহের উন্নয়ন ও নদীপথকে নিরাপদ করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

ছ) বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পণ্য ওঠা-নামার ক্ষমতা বৃদ্ধি বন্দর দুটির আধুনিকায়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দ্রুত মাল খালাস এবং আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কন্টেইনার বন্দর গড়ে তোলা হবে।

জ) রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বড়ো শহরগুলোর যানজট নিরসনে প্রয়োজন মতো ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস ও মনোরেল নির্মাণ করা হবে। ঢাকাকে ঘিরে সার্কুলার রেলপথ গড়ে তোলা হবে। ঢাকায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

## ১৪। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

ক) ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের বিঘোষিত ১০ বছরের মধ্যে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকার ইতিমধ্যে অনেকাংশে পূরণ করা হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশের অবশিষ্ট প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে এই অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা হবে। জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের বিস্তৃত নেটওয়াক্ গড়ে তুলতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। জনগণের দুর্ভোগ নিরসনে লোড শেডিং দূর করতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, এর যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং সামগ্রিক জ্বালানি খাত সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। আগামী ৫০ বছরের জন্য দেশের চাহিদানুসারে গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত করে উদ্বৃত্ত গ্যাস রফতানির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। গ্যাসজাত উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিকে গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রাপ্ত কয়লার বাণিজ্যিক উত্তোলন, কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ এবং নতুন কয়লা ও তেল-গ্যাস ক্ষেত্রের আবিস্কারে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হবে।

গ) দেশের অনাবিস্কৃত ও অনাহৃত প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ আহরণ এবং জনগণের কল্যাণে তার ব্যবহারের পরিকল্পিত উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

ঘ) বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল এলাকায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

ঙ) দেশে সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। রূপপুর তাপ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে আওয়ামী সরকারের গৃহীত উদ্যোগ কার্যকর করা হবে। মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জ্বালানি খাতের সার্বিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আমদানি উৎসাহিত করা হবে।

## ১৫। গণপ্রচার মাধ্যম ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ

ক) আওয়ামী লীগ তথ্য জানাকে মানুষের মৌলিক অধিকার মনে করে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর তথ্যপ্রবাহ অবাধ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যে ঐতিহ্য আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করেছে,

ভবিষ্যতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। রাষ্ট্রীয় গণপ্রচার মাধ্যমসমূহ, যথা বেতার ও টেলিভিশনকে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা ও নতুন প্রযুক্তির সংযোজন, সুস্থ বিনোদনের পাশাপাশি জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এসব মাধ্যমের অনুষ্ঠানমালাকে আরও উন্নত এবং আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

খ) বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হবে। সুস্থ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বিকাশ, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র শিল্পের ন্যায্য স্বার্থ নিশ্চিত করা হবে।

গ) আওয়ামী লীগ সরকারের দেয়া প্রথম বেসরকারি মালিকানায় বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলকে সুস্থ বিনোদন ও দায়িত্বশীল প্রচার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

ঘ) বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বেসরকারি স্যাটেলাইট প্রচারে একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## ১৬। পরিবেশ ও পানি সম্পদ

ক) মানুষ, প্রাণিজগৎ ও মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নটি বর্তমান বিশ্বে তির্যকভাবে সামনে এসেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষের সুন্দর ও সুস্থ জীবন গড়ে তোলা এবং ক্রমবর্ধমান পরিবেশ বিপর্যয় থেকে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো সবকিছুই করবে।

খ) আমাদের দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক উপাদান হচ্ছে পানি সম্পদ। দেশের বিদ্যমান পানি সম্পদ রক্ষা, মজে যাওয়া নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার ইত্যাদি খনন ও পুনর্খননের মাধ্যমে পানি সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা, পানির লবণাক্ততা রোধ, জলসেচে ভূ-উপরিস্থিতি পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিমিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, নদীর ভাঙন রোধ ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

গ) দেশের বনসম্পদ রক্ষা, নতুন বন সৃজন, বৃক্ষরোপণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমি ক্ষয় রোধ, পানি ও বায়ু দূষণ রোধ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্ষতিকর কীটনাশক আমদানি ও তার ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।

ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণে পেট্রোল চালিত গাড়িতে সিএনজি গাসের ব্যবহার চালু করার যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা সম্প্রসারিত করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সীসামুক্ত জ্বালানি তেলের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে; ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবেশ সংরক্ষণে হিমালয় পর্বতমালার পাদভূমির সংশি-ষ্ট দেশগুলোসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ১৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ক) বিশ্ব-সভ্যতার অংশীদার হিসেবে মানব-জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানব-সংস্কৃতির সুকৃতিসমূহ আত্মস্থ করা এবং এসবের বিকাশে সর্বতোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির গবেষণাকে যুগোপযোগী করা এবং বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বমান অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং জোরদার করা হবে।

খ) দেশে মৌলিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং যোগ্য ও কৃতী গবেষকবৃন্দ যেন দেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চায় আকৃষ্ট হন, সে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা

প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার সাজ-সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে।

গ) বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার নির্মাণের যে কাজ আওয়ামী লীগ সরকার শুরু করেছিল তা সম্পন্ন করা হবে।

ঘ) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার এবং দেশে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার কম্পিউটারের ওপর শুল্ক রেয়াতসহ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অব্যাহত থাকবে। দেশে ইন্টারনেট পলী গড়ে তোলাসহ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে সর্বাত্মাক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

## ১৮। ক্রীড়া

ক্রীড়া ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, ভবিষ্যতে সেই ধারাকে আরও ত্বরান্বিত ও সংহত করা হবে। ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা লাভের পর এখন এর অব্যাহত উৎকর্ষ সাধন এবং বিজয় লাভই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। ফুটবলসহ অন্যান্য খেলাধূলোর মান উন্নয়নের পরিকল্পিত উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে ক্রীড়া শিক্ষা এবং শরীর চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

## ১৯। পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়

ক) ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ১৯৭৫ সালের পর আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে তার অবসান ঘটিয়েছে। ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন ও অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলসহ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার ফলে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বজনীন মানবাধিকার। ভবিষ্যতে এই অর্জনসমূহকে আরও সংহত ও বিকশিত করা হবে।

খ) দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সুষম বিকাশ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহের উন্নয়ন এবং উপজাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। জাতিগত সংখ্যালঘুসহ দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় আচারবিধি পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। দেশের সকল নৃ-জাতি গোষ্ঠীর ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ যত্ন নেয়া হবে।

## ২০। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একটি নির্ভরযোগ্য সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে একটি দেশপ্রেমিক, সাহসী, দক্ষ ও অজেয় প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে দেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও সীমান্ত রক্ষা বাহিনী-বিডিআর-এর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে তাদেরকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশের প্রতিরক্ষা-সামর্থ্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করা এবং অফিসার ও সৈনিকদের পেশাগত দক্ষতা এবং তাদের চাকুরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## ২১। পররাষ্ট্রনীতি

ক) 'সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'- বঙ্গবন্ধু ঘোষিত এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আওয়ামী লীগ এই নীতিই অনুসরণ করবে।

খ) অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ যে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছে, ভবিষ্যতে এই ধারাকে আরও বেগবান ও ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অমীমাংসিত বিভিন্ন সমস্যার, বিশেষত, ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের ফলে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বিকাশের এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ভিত্তি করে সার্ক, বিমসটেক ও অন্যান্য আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটকে শক্তিশালী করা হবে। বিশেষ করে সার্ককে আরও সক্রিয় করার এবং দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (ঝঅঋঞঅ) গড়ে তোলার প্রস্তাব বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। যৌথ নদী কমিশনকে কার্যকর করে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য অভিন্ন নদীর অমীমাংসিত পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করা হবে। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুই দেশের সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ জোরদার করা হবে।

গ) উন্নয়নশীল ৮-জাতি গ্রুপকে আরও শক্তিশালী ও বহুমুখী সহযোগিতার জোট হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

ঘ) জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশ আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ আরও অধিকতর কার্যকর ভূমিকা গ্রহন করবে। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন সংস্থা, কমনওয়েলথ ও ইসলামী ঐক্য সংস্থার (ওআইসি) সঙ্গে বাংলাদেশের ফলপ্রসূ সম্পর্ক বিকাশের প্রচেষ্টার জোরদার করা হবে। 'আসিয়ান'-এর সঙ্গে পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নে প্রয়াস চালানো হবে।

ঙ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, জাপান ও কানাডা প্রভৃতি অর্থনৈতিক পরাশক্তিসমূহের সঙ্গে উন্নয়ন অংশীদারিত্বের নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন এবং এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের সঙ্গেও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হবে।

চ) Association of Asian Parliamentarians for Peace (AAPP)-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বাংলাদেশ; এই সংস্থাকে শান্তি ও গণতন্ত্রের অগ্রাযাত্রায় আরো সক্রিয় ও উদ্যোগী করে তুলতে প্রয়াস অব্যাহত রাখা হবে।

## দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার লাভ করে। এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি। প্রথম দিন থেকেই বিরোধীদলের সরকার উৎখাতের ঘোষণা ও তাদের অসহযোগিতার পাশাপাশি দুই যুগের জমে ওঠা পর্বতপ্রমাণ সমস্যা-সংকট মোকাবেলা করেই আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রসর হই। গত পাঁচ বছরে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আমরা পাইনি। আন্দোলনের নামে হরতাল, অন্তর্ঘাত, বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস ও চক্রান্ত প্রভৃতি বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করেই আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের চেষ্টা করেছে। এমনকি আমরা অভাবিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার পাশাপাশি আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাইরেও বহুসংখ্যক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবে কার্যকর করেছি। আমাদের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে পরম করুণাময় আল-াহ তায়ালার অশেষ রহমত এবং বাংলাদেশের তের কোটি মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা। একথা সত্য যে, বিরোধী দলগুলো ধ্বংসাত্মক আন্দোলন ও অসহযোগিতার পথ গ্রহণ না করলে আমাদের সাফল্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতো। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা ও জনগণের প্রতি অসীম দরদ সত্ত্বেও দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে দূরে থাকায় কিছু সীমাবদ্ধতা এবং অনভিজ্ঞতাজনিত কারণে আমাদেরও ভুলত্রুটি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। দেশবাসী স্বীকার করবেন যে, এসব সত্ত্বেও দেশ পরিচালনায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাফল্যের পাল-াই অনেক বেশি ভারি। আমাদের বিশ্বাস, জনগণের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা জনগণের দল আওয়ামী লীগের এসব ভুলত্রুটিকে দেশবাসী ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন।

আমাদের জাতীয় জীবন থেকে মূল্যবান একুশটি বছর অপচিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে এই অপচয়ের বোঝা লাঘব করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের অগ্রগতির চাকাকে পেছনে ঘুরিয়ে দিতে চিহ্নিত অপশক্তি মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতির মাথা উঁচু হয়ে দাঁড়াবার সংগ্রাম ও সাধনাকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিয়ে '৯৬-এর নির্বাচনে পরাজিত শক্তি এক অশুভ জোট গড়ে তুলেছে। তারা আবার মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। কায়েম করতে চায় অন্ধকারের রাজত্ব। আমরা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পুনর্বার বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারবিরোধী শক্তিগুলোকে প্রত্যাখান করে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ের এই সংগ্রামেও ঈপ্সিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

আমাদের নজর এখন সামনে দিকে। অতীতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আওয়ামী লীগ এখন দেশ পরিচালনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা যা বলি, তা করি। ভবিষ্যতে দেশবাসী আমাদেরকে আবার দেশসেবার সুযোগ দিলে অধিকতর দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সঙ্গে আমরা আমাদের প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত করবো। একই সঙ্গে সরকার পরিচালনায় জাতীয় ঐকমত্যের নীতির প্রতি আমরা আমাদের অবিচল আস্থা পুনর্ব্যক্ত করছি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ একবিংশ শতাব্দিতে পদার্পণ করেছে। বিংশ শতাব্দি যেমন ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির শতাব্দি, তেমনি আমরা প্রত্যয় ঘোষণা করছি, একবিংশ শতাব্দি হবে অর্থনৈতিক মুক্তির তথা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, পশ্চাৎবদতা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তির এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির শতাব্দি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন- এদেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং এক সুখী সুন্দর সোনার বাংলা গড়ে তোলাই হবে আমাদের ব্রত। আমরা বিশ্বাস করি, সাহসী, সৃজনশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু বাঙালি জাতি আগামী দুই দশকের মধ্যেই দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার লজ্জা ঘুচিয়ে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে ২০০১ সালে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্য অর্জন, আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত অসমাপ্ত কর্মসূচিগুলো সম্পন্ন করা এবং এই ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেশবাসীর সমর্থন প্রার্থনা করছি। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আবার দেশসেবার সুযোগ দানের জন্য আমরা আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১।